বৃদ্ধাশ্রমে মায়েদের সঙ্গে কোরবানির আনন্দ ভাগাভাগি করল প্রগতি

বয়সের ভারে ন্যুব্জ, পরিবার থেকে অবহেলিত ও স্বজনদের থেকে বিচ্ছিন্ন বৃদ্ধাশ্রমের মায়েদের সঙ্গে ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করতে ব্যতিক্রমী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ‘প্রগতি’।

গতকাল রোববার দুপুরে জোড়াপুকুরিয়া বৃদ্ধাশ্রমে ‘দুই টাকায় হাসি’ কর্মসূচির ২৯তম আয়োজন হিসেবে বিশেষ মধ্যাহ্নভোজ ও আনন্দ ভাগাভাগির আয়োজন করা হয়।

এ সময় বৃদ্ধাশ্রমে বসবাসরত মায়েদের জন্য গরু ও ছাগলের মাংস, ডাল, দই এবং সাদা ভাতের বিশেষ খাবারের ব্যবস্থা করা হয়। স্বেচ্ছাসেবীরা শুধু খাবার পরিবেশনই নয়, তাদের সঙ্গে সময় কাটিয়ে খোঁজখবর নেন এবং ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সভাপতি সাজিদ মাহমুদ, সহ-সমন্বয়ক আনিছুর রহমান, রাশেদ আহম্মেদ, সহ-অর্থবিষয়ক সমন্বয়ক শাহেদ মাহমুদ, সহ-তথ্য ও প্রযুক্তিবিষয়ক সমন্বয়ক সুমন হোসেন, যোগাযোগবিষয়ক সমন্বয়ক আব্দুল্লাহ, সদস্য নাছিম শাহরিয়ার, খালিদ হাসান, আসাদুজ্জামানসহ অন্যান্য সদস্যরা।

হরিণাকুণ্ডুতে বৃদ্ধাশ্রমের মায়েদের মাঝে ঈদ উপহার ও মাস জুড়ে ইফতার বিতরণ

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে একটি বৃদ্ধাশ্রমের মায়েদের মাঝে ঈদ উপহার ও রমজান মাস জুড়ে ইফতারি সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

আজ সকালে উপজেলার জোড়াপুকুরিয়া বৃদ্ধাশ্রমে সংযোগ ফাউন্ডেশন এর উদ্যোগে এ উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হয়।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনটির জেলা কো-অর্ডিনেটর মুন্সী মো. আবু হাসান, উপদেষ্টা সহাকারী অধ্যাপক কে এম সালেহ, শাহানুর আলম, কাজী আলী আহম্মেদ লিকু, জোড়াপুকুরিয়া বৃদ্ধাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক ইসমত আরাসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা।

অনুষ্ঠানে বৃদ্ধাশ্রমে বসবাসরত ২৪ জন মায়ের হাতে ঈদ উপহার হিসেবে নতুন শাড়ি তুলে দেওয়া হয়। উপহার পেয়ে বৃদ্ধাশ্রমের মায়েরা আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

সংগঠনটির পক্ষ থেকে জানানো হয়, রমজান মাসজুড়ে বৃদ্ধাশ্রমের মায়েদের জন্য প্রতিদিন ইফতারের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। এছাড়াও সমাজে আত্মকর্মসংস্থান তৈরির লক্ষ্যে হরিণাকুন্ডু উপজেলার দুটি মাদ্রাসায় প্রশিক্ষণের জন্য সেলাই মেশিন প্রদান করা হয়েছে।

আয়োজকরা বলেন, সমাজের অবহেলিত ও বয়স্ক মানুষদের পাশে দাঁড়ানো এবং তাদের মুখে হাসি ফোটানোই তাদের মূল লক্ষ্য। ভবিষ্যতেও এ ধরনের মানবিক ও সামাজিক কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে বলে তারা জানান।

বল্লভপুর বৃদ্ধাশ্রমে সেলিম রেজার উদ্যোগে খাবার ও তোয়ালে বিতরণ

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার বল্লভপুর গ্রামে অবস্থিত বল্লভপুর মিশন হাসপাতালের বৃদ্ধাশ্রমের বাসিন্দাদের মাঝে খাবার ও তোয়ালে বিতরণ করেছেন মুজিবনগর উপজেলার বল্লভপুর গ্রামের মৃত নইমুদ্দিন শা (নয়ন শা) এর ছেলে সেলিম রেজা। আজ শুক্রবার দুপুরে বৃদ্ধাশ্রমে বাসিন্দাদের মাঝে খাবার ও তোয়ালে বিতরণ করা হয়।

মানবিক এ উদ্যোগে পরিবার থেকে নির্বাসিত বৃদ্ধাশ্রমে স্থান হওয়া প্রতিটি বৃদ্ধা ও বৃদ্ধের হাতে একটি করে তোয়ালে তুলে দেওয়া হয়

এবং তাদের জন্য দুপুরের খাবারের বিশেষ আয়োজন করা হয়। এ সময় সেলিম রেজা ও তার বড় ভাই জেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক কমিটির সদস্য এবং সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ নিজ হাতে খাবার পরিবেশন করেন এবং উপস্থিত সকলের খোঁজ খবর নেন। এছাড়াও তারা বৃদ্ধাশ্রম এর বাসিন্দাদের সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কেও জানতে চান।

খাবার বিতরণ শেষে সংক্ষিপ্ত এক বক্তব্যে সেলিম রেজার বড় ভাই আব্দুর রশিদ বলেন, “সমাজের প্রবীণরা আমাদের অভিভাবক। তাদের পাশে দাঁড়ানো আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। আমার অনুপ্রেরণায় ও আমার ছোট ভাইয়ের অর্থায়নে তাদের জন্য সামান্য কিছু করার চেষ্টা করেছি ভবিষ্যতেও এইসব বৃদ্ধাশ্রমের অসহায় বাসিন্দাদের পাশে আমি সহ আমার পরিবার সবসময় থাকবে। এ সময় তিনি উপস্থিত সবার কাছে নিজের পরিবারের জন্য দোয়া প্রার্থনা করেন।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা কৃষকদলের সভাপতি আরমান আলী, ছাত্রদলের নেতৃবৃন্দ এবং কেদারগঞ্জ বাজার কমিটির সাধারণ সম্পাদক উদ্দিন, হাসপাতালের কর্মকর্তা সহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা।

মেহেরপুর বৃদ্ধাশ্রমে বৃদ্ধ বাবাদের দিন কাটছে সন্তানদের প্রতিক্ষায়

মেহেরপুরের একটি বৃদ্ধাশ্রমে চোখে মুখে হতাশা আর ছেলে মেয়ে স্বজনদের প্রতিক্ষায় দিন কাটছে সাতজন বৃদ্ধ বাবার। চাকুরিজিবি ছেলে মেয়েরা বৃদ্ধ বাবা মায়েদের সময় দিতে না পেরে অবশেষে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে গেছেন।

কবে দেখতে আসবেন সে কথা সন্তানরা কখনো বলেনি। তবে কোনো এক সময় হঠাৎ বৃদ্ধাশ্রমে এসে বাবাকে সারপ্রাইজ দেবে ফ্রান্স প্রবাসি মেয়ে গ্লোরিয়া লিপি হালদার। আর সে প্রত্যাশায় বৃদ্ধাশ্রমে দিন কাটছে ৮৬ বছর বয়সি বাবা রবার্ট রঞ্জিত হালদারের। শুধু রবার্ট রঞ্জিত হালদারই নয়, ৯০ বছর বয়সি এ্যাডমিন মনিময় সর্দার,৭৮ বছর

বয়সি পল মিত্রের। বিয়ে না করায় জগতে আপন কেউ না থাকায় বৃদ্ধাশ্রমে টেলিভিশন দেখে সময় কাটাতে হয় ৯৫ বছর বয়সি শুসেন সরকারের। তিনিও দিন কাটাচ্ছেন স্বজনদের আশায়।

কষ্টের মাঝেও পরম মমতায় ঘর বাঁধেন যে বাবা মা, এক সময়ে সন্তানের কারণে আপন নিবাস ছেড়ে যেতে হয় তাদের। নিজ ঘরে তখন তারা হয়ে ওঠেন পরবাসী। যে বয়সে নাতি নাতনি আর আপনজনদের সাথে হেসে খেলে একান্তে সময় কাটানোর কথা, সেই বয়সে কাটে তাদের প্রবীণ নিবাস বা বৃদ্ধাশ্রমের ছোট্ট কামরার বিছানায়। ঝাঁপসা চোখে আপনজনদের কথা ভেবে ভেবেই কাটে তাদের সময়।

মেহেরপুর মুজিবনগরের এই বৃদ্ধাশ্রমের অনেক বাবার গল্পই এমনি। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে এমন বাস্তব জীবনের মুখোমুখি হতে হবে কোনোদিন ভাবতেও পারেনি বয়সের ভারে নুয়ে পড়া এসব মানুষগুলো। মুজিবনগরের বল্লভপুরের এই বৃদ্ধাশ্রমে জায়গা হয়েছে ২৫ জন বৃদ্ধ মানুষের। এদের মধ্যে ৭ জন পুরুষ ও ১৮ জন নারী। যাদের থেকেও নেই আপনজন, নেই মাথা গোঁজার ঠাই।

বার্ধক্যের কারণে কর্মক্ষমতা হারিয়েছেন অনেক আগেই। ঢাকা থেকে আসা রবার্ট রঞ্জিত হালদারের একমাত্র মেয়ে থাকেন ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস শহরে। উচ্চবৃত্ত পরিবারের এই ব্যক্তিটিই ছিলেন একজন উচ্চ শিক্ষিত মানুষ। স্ত্রী মারা যান, আর একমাত্র মেয়ে গ্লোরিয়া লিপি হালদারের বিয়ের পরে চলে যান ফ্রান্সে। তাকে দেখা শোনার আর কেউ নেই। পরে ঠাই হয় মুজিবনগরের এই বৃদ্ধাশ্রমে।

সারাদিনই তার সময় কাটে একমাত্র মেয়ের মুখটি দেখার আশায়। মেয়ে দিনে দুবার কল দেন। রাতে গুড নাইট আর সকালে গুড মর্নিং বলেন। অনেক আকুঁতি জানালেও মেয়ে কবে আসবে তার নির্দিষ্ট সময় বলেনা। শুধু বলে কোনো একদিন হঠাৎ এসে তোমাকে সারপ্রাইজ দেবে বাবা। আর ৯০ বছর বয়সি এ্যাডমিন মনিময় সর্দারের খুব মন চাই নাতি নাতনিদের সাথে ফুটবল খেলে আর খুনসুটি করে কাটাতে।

কিন্তু সেই ভাগ্য তার হয়ে ওঠেনি। কানাডা প্রবাসী ছেলে তার সন্তানদের বৃদ্ধ দাদুর কাছে আসতে দেননা, সময় নেই তাদের। আশ্রমের এসব বৃদ্ধদরা নানা শারীরিক জটিলতায় ভুগছেন। তারপরেও বৃদ্ধাশ্রমে নি:সঙ্গ জীবন যাপন করছেন এসব বৃদ্ধরা। জৈষ্ঠ সেবিকা আন্না মন্ডল বলেন, পরিবারের চেয়ে এখানেই ভাল আছেন তারা। তবুও স্বজনদের প্রতিক্ষার প্রহর গুনতে হয় তাদের। এটাই সংসার জগত,এটাই মায়া।

নিজের দাদা,বাবাদের মতই আদর যত্ন আর খুনশুটি করেন প্রশিক্ষনার্থী সেবিকা প্রিয়া মন্ডল,পিউ মল্লিকসহ অনেকে।

তবে পিএসকেএসএর নির্বাহী পরিচালক মুহাঃ মোশাররফ হোসেন বলেন, মানুষ বৃদ্ধ হয়ে পড়লে শিশুর মত অসহায় হয়ে পড়ে। তখন পরিবার সন্তানদের সঙগ খুবই জরুরী। প্রতিটি বাবা মায়ের জন্য পরিবারই হয়ে উঠুক সহায় আমরা এটাই প্রত্যাশা করি। শেষ বয়সে পিতা মাতার এবমাত্র ভরসা সন্তান সন্ততি।

দর্শনা বৃদ্ধাশ্রমে সুধীজনদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা পৌর এলাকার আনোয়ারপুর হটাৎপাড়ায় অবস্থিত সিনিয়র সিটিজেন হোম (বৃদ্ধাশ্রম) সুধীজনদের সাথে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার বিকাল ৪ টায় বৃদ্ধাশ্রমে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সামাজিকভাবে পরিবার ও সমাজ দ্বারা অবহেলিত বাবা মায়েদের পাশে থাকা নিয়ে আলোচনা করেন। বর্তমান সমাজের বাবা মায়ের গুরুত্বের বাস্তব পরিস্থিতি বিষয়টি উঠে আসে। দায়িত্ব বোধের জায়গা থেকে সমাজের সিনিয়র বাবা মায়েরা যেন অবহেলার শিকার না হয় সে ব্যাপারে আলোকপাত করা হয়েছে। বাবা মায়ের আরো দায়িত্বশীল আচরণ করার উপর সামাজিক উদ্যোগ নেয়ার ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করা হয়। প্রাথমিকভাবে বৃদ্ধাশ্রমটিতে শুধুমাত্র বাবাদের জন্য ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। পরবর্তীতে মায়েদের জন্যেও ব্যবস্থা রাখা হবে। বৃদ্ধাশ্রমের প্রথম সদস্য ৭০ বছর বয়সী আবু যর গিফারী তার জীবনের নানান কথা তুলে ধরেন।

মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র সিটিজেন হোম (বৃদ্ধাশ্রম) এর উদ্যোক্তা মোঃ সিরাজুল ইসলাম, দর্শনা পৌর বিএনপির সমন্বয় আলহাজ্ব মশিউর রহমান, সাবেক কি রোজ কর্মকর্তা সমাজ সেবক খালেকুজ্জামান, সমাজসেবক মোঃ আসাদুজ্জামান, মহিউদ্দীন, নজরুল ইসলাম, দর্শনা সরকারি কলেজের সাবেক ভিপি হারুনুর রশীদ,সমাজসেবক

তরিকুল ইসলাম প্রমুখ।

হরিণাকুণ্ডুয় বৃদ্ধাশ্রমে শীতবস্ত্র বিতরণ

মাঘের এই হিমেল হাওয়া ও কনকনে শীতে ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার জোড়াপুকুরিয়া গ্রামের বৃদ্ধা শ্রমে অসহায়, ছিন্নমূল ও দু:স্থ্য নারীদের মাঝে শীত বস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে।

শনিবার (৩ ফেব্রুয়ারী) কাজী মোহাম্মদ আলী পিকুর আর্থিক সহযোগীতায় এবং ঝিনাইদহের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন স্বপ্ন সারথীর উদ্যোগে এ শীত বস্ত্র (কম্বল) বিতরণ করা হয়।

শীত বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বপ্ন সারথীর সভাপতি ড. তপন কুমার গাঙ্গুলী, সহ সভাপতি বিশিষ্ট কৌতুক অভিনেতা হুমায়ুন কবিরী টুকু, সাধারণ সম্পাদক প্রভাষক কাজী মোহাম্মদ আলী পিকু, কার্যকরী সদস্য সাংবাদিক মোঃ শাহানুর আলম, কার্যকরি সোহেল রানা ও বৃদ্ধাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা ইসমত আরা।

সেসময় প্রায় শতাধিক অসহায়, ছিন্নমূল, গরীব ও দু:স্থ্য মানুষদের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়। শীত বস্ত্র (কম্বল) পেয়ে বৃদ্ধাশ্রমের অসহায় মানুষগুলো সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।